

সূরা ৩৭ : সাফ্যাত, মাক্কী

৩৭ - سورة الصافات، مَكِّيَّة

(আয়াত ১৮২, রুকু ৫)

(آيَاتُهَا : ١٨٢، رُكُوعَاتُهَا : ٥)

সূরা সাফ্যাত এর ফাযীলাত

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হালকাভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সূরা সাফ্যাত পাঠ করে আমাদের ইমামতি করতেন। (নাসাঈ ২/৯৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।	١. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
২। এবং যারা কঠোর পরিচালক।	٢. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا
৩। এবং যারা যিকুর আবৃত্তিতে মশগুল।	٣. فَالتَّلِيلَاتِ ذِكْرًا
৪। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক।	٤. إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ
৫। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্ত বর্তী সব কিছুর রাব্ব, এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের।	٥. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথের দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৬১-৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে,

মালাইকা/ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে। (তাবারী ২১/৭)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের সারিকে মালাইকার সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটিকে আমাদের জন্য অযূর পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১)

যাবির ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মালাইকা/ফেরেশতার তাদের রবের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন সেইভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন? সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন : আল্লাহর মালাইকা কিভাবে তাদের রবের সামনে কাতারবন্দী হন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : তারা প্রথম সারিকে পূরণ করে নেন এবং এরপর অন্যান্য সারিগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন। (মুসলিম ১/২২৩, আবু দাউদ ১/৪৩১, নাসাঈ ২/৯২, ইব্ন মাজাহ ১/৩১৭)

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا যারা কঠোর পরিচালক। এ আয়াতের তাফসীরে সুদী (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালনাকারী মালাক/ফেরেশতা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

فَاتَّالِيَاتِ ذِكْرُهَا এবং যারা যিক্র আবৃত্তিতে মশগুল। সুদীর (রহঃ) মতে : এরা হলেন ঐ মালাইকা যারা আল্লাহর সহীফা এবং কুরআন বহন করে বান্দাদের নিকট আনয়ন করে থাকেন।

আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের মা'বুদ

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে : তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের। তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলি পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মাশরিকের উল্লেখ করে মাগরিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ করা

হয়নি। অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে :

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।
(সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪০)

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ১৭) অর্থাৎ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের রাব্ব তিনিই।

৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুসমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।	٦. إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ
৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে।	٧. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
৮। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উচ্চা নিষ্কিণ্ড হয় সকল দিক হতে -	٨. لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
৯। বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।	٩. دُحُورًا ۖ وَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ
১০। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উচ্চাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।	١٠. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ ۚ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

নভোমন্ডলকে আল্লাহ তা'আলা সুসজ্জিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা

তিনি সুশোভিত করেছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৫) অন্যত্র বলেছেন :

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ : ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেন :

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ আমি আসমানকে হিফাযাত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা। চুরি করে শোনার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى তারা আকাশ পর্যন্ত পৌছতেই পারেনা। আল্লাহর শারীয়াত ও তাকদীর বিষয়ের মালাইকা/ফেরেশতাদের কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতে সক্ষম হয়না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে : তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে :

যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৩)
মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ যে দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নিপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তিতো বাকী রয়েছেই যা হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং চিরস্থায়ী। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৫) প্রবল প্রতাপাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে। অর্থাৎ এর ব্যতিক্রম হল এই যে, শাইতানদের মধ্য থেকে কেহ চুরি করে হঠাৎ কোন কথা শুনে ফেলে তা তার নিকটবর্তী শাইতানের কাছে বলে দেয়। অতঃপর সে তার পরের জনকে বলে দেয় এবং এভাবে তা পৃথিবীতে শাইতানের লোকজনের কাছে পৌঁছে যায়। কখনও তা পৃথিবীতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর আদেশে অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনও অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ঐ খবর তারা যাদুকর/জোতিষীর কাছে বলে দেয়। এ বিষয়টি আমরা পূর্বের একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

ثاقب শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেজ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন : ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শাইতানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনত। ঐ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতনা। সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে জোতিষী/যাদুকরদেরকে বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হত। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বলল : নতুন বিশেষ কোন যন্ত্রণা ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা

অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সংবাদ জানার জন্য সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিল। তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাখলার দু’টি পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায় করছেন। তারা এ খবর ইবলীস শাইতানকে জানালে সে বলল : এ কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। (তাবারী ২১/১২)

<p>১১। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর নাকি আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি কঠিনতর? তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে।</p>	<p>۱۱. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا ۚ إِنَّآ خَلَقْنَهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ</p>
<p>১২। তুমিতো বিস্ময় বোধ করছ, আর তারা করছে বিদ্রূপ।</p>	<p>۱۲. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ</p>
<p>১৩। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করেনা।</p>	<p>۱۳. وَإِذَا ذِكْرُوا لَا يَذْكُرُونَ</p>
<p>১৪। তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।</p>	<p>۱۴. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ</p>
<p>১৫। এবং বলে : এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।</p>	<p>۱۵. وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ</p>
<p>১৬। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?</p>	<p>۱۶. أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ءَأِنَّا لَمَبْعُوثُونَ</p>

১৭। এবং আমাদের পূর্ব- পুরুষদেরকেও?	١٧. أَوَّابًاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
১৮। বল : হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্চিত।	١٨. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	١٩. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরায় জীবিত করা হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : তুমি কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে প্রশ্ন কর : আল্লাহ তা‘আলার কাছে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, নাকি আসমান, যমীন, মালাক/ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : তারাতো স্বীকার করে যে, তাদের তুলনায় ওগুলো সৃষ্টি করা কঠিন; তাহলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা কেন অস্বীকার করে? অন্য আয়াতে রয়েছে :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৫৭) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ আমি তাদেরকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা আঠালো জাতীয় বলে হাতে লেগে থাকে। (কুরতুবী ১৫/৬৯, তাবারী ২১/২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ইহা আঠালো এবং খুবই কার্যকরী (তাবারী ২১/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : ইহা আঠালো যা হাতে লেগে থাকে। (তাবারী ২১/২৪) আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি :

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ হে নাবী! তুমিতো বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা বিদ্রূপ করছে। কারণ তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত দেহ পুনর্গঠন করা হবে, এ কথা শুনে তারা তামাশা করছে।

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ আর যখন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্রূপ করে বলে যে, এটাতো নিছক যাদুর খেলা। তারা বলে :

أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. أئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ আমরা মাটিতে মিশে যাব এবং এরপর পুনর্জীবিত হব, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত করা হবে, এ কথাতো আমরা কখনও মানতে পারিনা। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা ধূলায় পরিণত হও অথবা হাড়ির অবশিষ্টাংশ যে অবস্থায়ই থাক না কেন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। অতঃপর তোমাদেরকে অপমানিত অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। তাঁর সামনে কারও কোন শক্তি/ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَاخِرِينَ

এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। (সূরা নামল, ২৭ : ৮৭) আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাক্ষিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ আর তখনই তারা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন

মনে করছ তা আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর তখনই সবাই কাবর হতে বের হয়ে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

<p>২০। এবং তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো কর্মফল দিন।</p>	<p>۲۰. وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ</p>
<p>২১। এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।</p>	<p>۲۱. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ</p>
<p>২২। (মালাইকাকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত -</p>	<p>۲۲. أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ</p>
<p>২৩। আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে।</p>	<p>۲۳. مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ</p>
<p>২৪। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে;</p>	<p>۲۴. وَقْفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ</p>
<p>২৫। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছনা?</p>	<p>۲۵. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ</p>
<p>২৬। বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।</p>	<p>۲۶. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ</p>

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

এখানে এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসে কিভাবে কাফিরেরা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং তারা এও স্বীকার করবে যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায় করেছে। যখন তারা কিয়ামাতের ভয়াবহতা নিজেদের চোখে দেখতে পাবে তখন মনে মনে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার অনুশোচনা তাদের জন্য কোন সুখকর বার্তা বয়ে আনবেনা। কিয়ামাত অস্বীকারকারীরা বলবে :

يَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো প্রতিফল দিবস! মু‘মিন ও মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরও বাড়ানোর জন্য বলবেন :

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ হ্যাঁ, এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অবিশ্বাস করতে। অতঃপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিবেন :

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجُهُمْ মু‘মিনদের থেকে পৃথক করে ভিন্নভাবে একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) বলেন : ‘তাদের সাথীদের’ বলতে এখানে তাদের একই পথ অবলম্বনকারীদের বুঝানো হয়েছে যারা তাদের মতই নিজেদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। (তাবারী ২১/২৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৭, ২৮) শারিক (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি নুমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : আমি উমারকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি : তারা হল তাদেরই মত যারা বিপথে চলেছিল। সুতরাং যারা ব্যভিচার করেছে, যারা সুদ খেয়েছে কিংবা সুদের লেন-দেন করেছে, যারা মদ পান করেছে কিংবা মদ পান করিয়েছে তারা সবাই একে অন্যের সাথী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, وَأَرْوَاجُهُمْ এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের বন্ধুরা’।

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مَنْ دُونِ اللَّهِ এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে। অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে পীর, দেব-দেবীদের ইবাদাত করত তাদের সবাইকে একই জায়গায় উপস্থিত করা হবে।

অতঃপর **إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ** তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৭) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আরও বলবেন :

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ তাদেরকে জাহান্নামের নিকট কিছু সময়ের জন্য দণ্ডায়মান রাখ। কেননা তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, পৃথিবীতে তারা কি করেছে এবং কি বলেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক (রহঃ) বলেন : আমি উসমান ইব্ন যাযিদাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার বন্ধু/সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর তাকে ভর্তসনার সুরে প্রশ্ন করা হবে :

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ কি ব্যাপার! আজ কেন একে অপরকে সাহায্য করছনা? অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে : আমরা সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করব?

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ কিন্তু আজ তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। না আজ তারা তাঁর কোন বিরুদ্ধাচরণ করবে, না তারা তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে, আর না পালাতে পারবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৭। এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

۲۷. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

يَتَسَاءَلُونَ

২৮। তারা বলবে : তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।	২৮. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ
২৯। তারা বলবে : তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেন।	২৯. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা; বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	৩০. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ
৩১। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আন্বাদন করতে হবে।	৩১. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنََّّا لَذَٰبِقُونَ
৩২। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।	৩২. فَأَغْوَيْنَاكُمْ ۖ إِنََّّا كُنَّا غٰوِينَ
৩৩। তারা সবাই সেদিন শাস্তি তে শরীক হবে।	৩৩. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	৩৪. إِنََّّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ

৩৫। যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তখন তারা অহংকার করত।	<p>۳۵. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ</p>
৩৬। এবং বলত : আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদদেরকে বর্জন করব?	<p>۳۶. وَيَقُولُونَ أَيُّنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ</p>
৩৭। বরং সেতো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।	<p>۳۷. بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ</p>

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ্ব ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা কিয়ামাতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

দুর্বলেরা দাস্তিকদেরকে বলবে : আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাস্তিকেরা বলবে : আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৭-৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اأَخْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দভায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে : তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও রয়েছে যে, তারা তাদের নেতৃবর্গকে বলবে :

إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : দুর্বলরা বলবে, যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ছিলাম এবং তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলে সেই হেতু তোমরা আমাদেরকে জোরপূর্বক ন্যায় হতে অন্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিতে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ কথা মানুষ জিনদেরকে বলবে। মানুষ তাদেরকে বলবে : তোমরা আমাদেরকে ভাল কাজ হতে ফিরিয়ে মন্দ কাজ করতে প্ররোচিত

করতে। সুদী (রহঃ) বলেন, তোমরা পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে দেখাতে এবং ভাল ও সৎ কাজকে কঠিন ও মন্দরূপে প্রদর্শন করতে। হক হতে ফিরিয়ে দিতে এবং বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে। (তাবারী ২১/৩২) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : কোন কোন সময় যখন আমাদের মনে সৎ কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে দিতে। ইসলাম, ঈমান এবং সাওয়াব লাভ করা হতে তোমরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ। (তাবারী ২১/৩২) ইয়াযীদ আর রিশ্ক (রহঃ) বলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হতে আমাদেরকে তোমরা বহু দূরে নিক্ষেপ করেছ। মহান আল্লাহ দুষ্টদের নেতৃবৃন্দের উজ্জি উদ্ধৃত করেন :

بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ বরং তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেনা। অর্থাৎ দুর্বলদের অভিযোগ শুনে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল তারা ঐ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবে : আমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা নিজেরাইতো অন্যায়কারী ছিলে। তোমাদের অন্তর ঈমান হতে দূরে ছিল। কুফরী ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমাদের মনের মধ্যে সত্যের প্রতি অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য করেছিলে এবং নাবীগণের আনয়নকৃত সত্যকে পরিত্যাগ করেছিলে।

تَايَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ তাই আমাদের সবারই উপর আল্লাহর আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ তারা সবাই সেই দিন শাস্তিতে শরীক হবে। অর্থাৎ নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আর অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলতে বলা হতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখন তারা গর্বভরে

বলত : আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদদেরকে বর্জন করব? অর্থাৎ তারা অহংকার করে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করতনা।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট রয়েছে। (মুসলিম ১/৫২)

এ বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার করেছিল। কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিত :

أَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ আমরা কি একজন কবি ও পাগলের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে তাদের অভিমত খণ্ডন করে বলেন :

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ বরং এই নাবী সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে। অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) ইতোপূর্বে এই নাবী সম্বন্ধে যে গুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক প্রমাণ তিনি নিজেই। পূর্ববর্তী নাবীগণ যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন তিনিও সেই সবেরই বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৩)

৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মভুদ শান্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।

۳۸. إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ
الْأَلِيمِ

৩৯। এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।

۳۹. وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ

	تَعْمَلُونَ
৪০। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।	٤٠. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ
৪১। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয়ক -	٤١. أُولَٰئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ
৪২। ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত।	٤٢. فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ
৪৩। সুখ কাননে।	٤٣. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
৪৪। তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে।	٤٤. عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ
৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্র -	٤٥. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ
৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	٤٦. بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
৪৭। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা।	٤٧. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ
৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না আয়তলোচনা হরবন্দ।	٤٨. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ
৪৯। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।	٤٩. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ

মূর্তি পূজকদের শাস্তি এবং মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফির মূর্তি পূজকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন :

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা

অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক করে নিচ্ছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন তিনি বলেন :

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আরও বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অর্থাৎ আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতাপ্রসূদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ : ৪-৬) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِّيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭১-৭২) অন্যত্র প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৮-৩৯) এ জন্যই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানে বলেন :

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। বেদনাদায়ক শাস্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একনিষ্ঠ

বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিছু কিছু ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি থাকলেও তাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। আর ঐ সব বান্দার সৎ আমলগুলিকে একটির বদলে দশগুণ অথবা তা হতে সাতশ' গুণ এমনকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

أُوَلِّكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৫)

فَوَاكِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ তা হবে নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ। সেখানে তারা হবে মহাসম্মানের অধিকারী। সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তারা এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারও পৃষ্ঠদেশ কেহ দেখতে পাবেনা। (কুরতুবী ১৫/৭৭) মহান আল্লাহ বলেন :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র। প্রবাহিত শরাব হতে পূর্ণ পেয়ালা তাদের মধ্যে পরিবেশিত হবে। তা হবে ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবেনা এবং নেশাও হবেনা। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান-পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি রয়েছে যে, ওটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা করে এবং জ্ঞান লোপ পায়। কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র। প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে এনে তাদেরকে মদ পান করতে দেয়া

হবে। তা কখনও বন্ধ হবেনা এবং স্থগিতও করা হবেনা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ঐ মদ হবে সাদা রংয়ের। অর্থাৎ দুনিয়ায় যে মদ তৈরী করা হয়, যা থেকে উৎকট গন্ধ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণের ফলে লাল, কালো, হলুদ, ঘোলাটে কিংবা অন্য ধরণের দেখতে হয় এবং যা পান করলে মাতলামী, বমি ভাব ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেইরূপ প্রতিক্রিয়া জান্নাতের মদ পান করার পর হবেনা। বরং তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, সুদৃশ্য রংয়ের এবং সুস্বাণযুক্ত, যার সাথে দুনিয়ার মদের কোন তুলনাই হবেনা।

لَا فِيهَا غَوْلٌ তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ

(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের মতে غَوْلُ শব্দ দ্বারা পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৮) অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্য পানে যেমন পেটের ব্যথা হয় জান্নাতের মদ্য পানে তা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا هُمْ عَنْهَا يُرْفَوْنَ এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। মুজাহিদ (রহঃ)

বলেন : ইহা পান করার ফলে জ্ঞান লোপ পাবেনা। (তাবারী ২১/৪০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), 'আতা ইব্ন আবী মুসলিম আল খুরাসানী (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শরাবে চারটি মন্দ গুণ রয়েছে। যেমন মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মূত্র দোষ। (কুরতুবী ১৫/৭৯) মহামহিমাবিত আল্লাহ জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর একটিও থাকবেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٍ তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না,

সুলোচনা মহিলাগণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ বলেন : তারা নিজেদের স্বামীদের ছাড়া আর কারও চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবেনা। عَيْنٍ অর্থ সুলোচনা। কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু। আর একটি অর্থ হল আনত নয়না। অবশ্য এটা সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ তারা যেন সুরক্ষিত ডিম। তারা সুন্দর তনুধারিণী

উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী।

আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, **كَأَنَّهُنَّ يَيِّضُ مَكْنُونٌ** এর অর্থ হচ্ছে, যেন তারা রক্ষিত মুক্তা। (তাবারী ২১/৪৩)

হাসান (রহঃ), বলেন যে, **يَيِّضُ مَكْنُونٌ** এর অর্থ হচ্ছে ঐ সুরক্ষিত মুক্তা যেখানে কারও হাত পৌঁছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি। **مَكْنُونٌ** শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা যেন এমন ডিম যার বাহির দিক পাখির ডানা কিংবা মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভিতরের অংশ অর্থাৎ ওর কুসুম কিংবা লালা কেহ স্পর্শ করতে পারেনা। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

<p>৫০। তারা একে অপরের সাথে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।</p>	<p>৫০. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ</p>
<p>৫১। তাদের কেহ বলবে : আমার ছিল এক সঙ্গী।</p>	<p>৫১. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ</p>
<p>৫২। সে বলত : তুমি কি বিশ্বাস কর যে -</p>	<p>৫২. يَقُولُ أَأِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ</p>
<p>৫৩। আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?</p>	<p>৫৩. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَدِينُونَ</p>
<p>৫৪। (আল্লাহ) বলবেন : তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?</p>	<p>৫৪. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ</p>

<p>৫৫। অতঃপর সে বুক্কে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।</p>	<p>৫৫. فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ</p>
<p>৫৬। সে বলবে : আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে।</p>	<p>৫৬. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتَرْدِينِ</p>
<p>৫৭। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আটক ব্যক্তিদের মধ্যে शामिल হতাম।</p>	<p>৫৭. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ</p>
<p>৫৮। আমাদের আর মৃত্যু হবেনা -</p>	<p>৫৮. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ</p>
<p>৫৯। প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা!</p>	<p>৫৯. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ</p>
<p>৬০। এটাতো মহা সাফল্য।</p>	<p>৬০. إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>৬১। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা।</p>	<p>৬১. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ</p>

জান্নাতীদের কারও কারও সাথে জাহান্নামীদের কারও কারও বাক্য বিনিময় হবে; জান্নাতীরা আল্লাহর শোকর আদায় করবে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সেই সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাকিয়ার উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। শত শত সুদৃশ্য চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকবে। ঐ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রং-বেরংয়ের পোশাকে আবৃত থাকবে। তাদের মধ্যে সূরা পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও অবলোকন করেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন বলবে :

إِنِّي كَانُ لِي قَرِينٌ দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, সে (বন্ধু) ছিল এক মুশরিক ব্যক্তি। দুনিয়ায় মু‘মিনদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। (তাবারী ২১/৪৫) সে আমাকে বলত :

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَدِينُونَ তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? এটা সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করত। কেননা সে অবিশ্বাস করত এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করত।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, مَدِينُونَ এর অর্থ হল হিসাব গ্রহণ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারায়ী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তির প্রতিফল প্রদান করা। (তাবারী ২১/৪৭) উভয় মতই ঠিক।

মু‘মিন ব্যক্তি যখন তার জান্নাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর ঐ বন্ধুর কথা বলবে : তখন বলা হবে : هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ তোমরা কি প্রত্যক্ষ করতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), খুলাইদ আল আসারী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ‘আতা আল

খুরাসানী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, سَوَاءَ الْجَحِيمِ এর অর্থ হল জাহান্নামের মধ্যস্থল। (তাবারী ২১/৪৮) জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবে :

تُؤْمِنُ أَمَّا أَمَّا لَنْ تَرْضَيْنَ وَلَوْ لَا نِعْمَةً رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. তুমি আমার জন্য এমন ফাঁদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে। কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে আমাকেও তোমার মত জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হত। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একাত্মবাদের দিকে ধাবিত করেছেন।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ

আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৩)

إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ আমাদেরতো মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা। এটা মু'মিন বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের সংবাদ রয়েছে। জান্নাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শাস্তির কোন সম্ভাবনা। এ জন্যই মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটাই মহাসাফল্য। (দুররুন্ মানসুর ৭/৯৫)

মহান আল্লাহ বলেন :

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ এরূপ রাহমাত ও নি'আমাত লাভ করার জন্য মানুষের পূর্ণ আত্মহারা সাথে দুনিয়ায় উত্তম আমল করা উচিত যাতে পরকালে উক্ত নি'আমাত তারা লাভ করতে পারে। এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল : (তাবারী ২১/৫২)

দুই ইসরাঈলীর ঘটনা

ইব্ন জারীর (রহঃ) ফুরাত ইব্ন সালাবাহ আল বাহরানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করত। তাদের নিকট

আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মওজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল জানত এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতনা। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে বলল যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ঐ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিল এবং তার ঐ সঙ্গীটিকে ডেকে বলল : দেখতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি? সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করল। তারপর সে সেখান হতে বিদায় নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল : হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি। আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি। অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদাকাহ করে দিল।

কিছুকাল পর ঐ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করল। বিয়েতে সে তার ঐ পুরাতন বন্ধুকে দা'ওয়াত করে আনলো এবং বলল : বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে ঐ সুন্দরী মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম। এবারও সে তার খুব প্রশংসা করল। বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করল : হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করেছে, আর আমি এর দ্বারা আপনার নিকট আয়তলোচনা হ্রু কামনা করছি।

আরও কিছুকাল পর ঐ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বলল : বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখতো কেমন হয়েছে? এ লোকটি তার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করল এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করল : হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু'টি বাগানের জন্য আবেদন করছি। আর এই দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদাকাহ করছি। অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদাকাহ করল।

তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হল তখন ঐ সাদাকাহ প্রদানকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হল। সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করল যার আলোয় যমীন আলোকিত হল এবং দু'টি সুন্দর বাগানও প্রাপ্ত হল। এ ছাড়া আরও এমন বহু নি'আমাত সে লাভ করল যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। ঐ সময় তার পার্থিব ঐ সঙ্গীর কথা মনে পড়ল এবং বলল যে, তার বন্ধুরও

এরূপ এরূপ ছিল। সে বলত : তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? মালাইকা/ ফেরেশতারা তাকে বললেন : সেতো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পার। সে তখন উঁকি দিয়ে দেখল যে, তার ঐ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বলল :

তুমিতো وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. إِنَّ كَذِبَ لُؤْدِينَ আমাকেও প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে। এটা আমার প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৫)

৬২। আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাক্কুম বৃক্ষ?	٦٢. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ
৬৩। যালিমদের জন্য আমি ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।	٦٣. إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
৬৪। এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।	٦٤. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ
৬৫। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা।	٦٥. طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ
৬৬। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা।	٦٦. فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَالُؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
৬৭। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।	٦٧. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا

	مِنْ حَمِيمٍ
৬৮। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে।	٦٨. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ
৬৯। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।	٦٩. إِنَّهُمْ أَلَفُوا ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ
৭০। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।	٧٠. فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّرْعُونَ

যাক্কুম বৃক্ষ এবং ওর ভক্ষণকারী

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের বিভিন্ন নি‘আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন : জান্নাতের এসব নি‘আমাত উত্তম, নাকি ‘যাক্কুম’ নামক বৃক্ষ যা জাহান্নামে রয়েছে? যাক্কুম নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা জাহান্নামের সকল প্রকোষ্ঠে প্রসারিত। যেমন ‘তূবা’ নামক একটি গাছ, যার শাখা জান্নাতের প্রতিটি কামরায় প্রবিষ্ট রয়েছে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৫১-৫২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে : ইহা যাইতুন গাছ। এর সমর্থনে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ

এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন। (সূরা মু‘মিনুন, ২৩ : ২০) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ

স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যাক্কুম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্য ফিতনা হয়ে গেছে। তারা বলে : আরে দেখ, দেখ। এ নাবী বলে কি শোন! আগুনে নাকি গাছ জন্মাবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা? তাদের এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। হ্যাঁ, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর খাদ্য। (তাবারী ২১/৫২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবু জাহল এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ত এবং বলত : যাক্কুম হল খেজুর ও মাখন যা মজা করে খাই। (আতায়াককুমুল্হ, أَتَزُقُّوْهُ) (তাবারী ২১/৫৩) আমি বলি (ইবন কাসীর) যাক্কুম গাছের উল্লেখ করার মধ্যে পরীক্ষা নিহিত আছে। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে আঁতকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকাতা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا آلَ رُءْيَا آلَتِي أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাদ্যতাই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ওর মোচা যেন শাইতানের মাথা। এ কথা দ্বারা উক্ত গাছের কদর্যতা, বিভৎসতা এবং ওর খারাপ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ গাছের মোচাকে শাইতানের মাথার সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেহ কখনও শাইতানকে দেখেনি, তবুও ওর নাম শোনামাত্রই ওর জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّهُمْ لَأَكْلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ زَوَّيْنَاهَا الْبُطُونَ এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা। সেই দুর্গন্ধময় তীব্র তিক্ত তরু জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো হবে। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে যেহেতু ওটা ছাড়া এবং ওর অনুরূপ কোন খাদ্য ছাড়া তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে আর কিছুই থাকবেনা। এটাও এক প্রকারের শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

তাদের জন্য যারী^১ বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা। (সূরা গাসিয়া, ৮৮ : ৬-৭) এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেয়ার পর তারা যখন পিপাসার্ত হয়ে পানি পান করতে চাবে তখন অত্যধিক ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেয়া হবে। (তাবারী ২১/৫৫) কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গরম পানি হবে ওটাই যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুণ্ডাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে। (তাবারী ২১/৫২)

ইব্ন আরী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কারণে খাদ্যের প্রার্থনা করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে। এমনকি কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে নিবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন ফুটন্ত গরম তেল তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। ঐ তেল হবে সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার। ওটা মুখের সামনে আসা মাত্রই মুখমণ্ডলের মাংস ঝলসে যাবে। আর যে সামান্য অংশ তাদের পেটে গিয়ে পৌঁছবে ওর ফলে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে যাবে। মুখের চামড়া খসে পড়া এবং নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা চিৎকার করে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। সেখানে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হতে থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

^১ ضَرِيعٌ আরাব দেশের এক প্রকার গুল্ম। এটা যখন সবুজ থাকে তখন একে شَيْرَك (শিবরাক) বলা হয়।

আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে ضَرِيع (যারী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই এটা খায়না।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৪৪)

ثُمَّ إِنَّ مَقِيلَهُمُ إِلَى الْجَحِيمِ (রাঃ) কিরা'আতে মকীলহুম্‌ ইল-জহীম্‌ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বলেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দুপুরের পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৪) (তাবারী ২১/৫৬)

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهَرَّغُونَ. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ এটা ওরই প্রতিফল যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং কোন রকম সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই তারাও তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দৌড়ে দৌড়ে এবং সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, নির্বোধের মত তারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল। (তাবারী ২১/৫৭)

৭১। তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।	۷۱. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।	۷۲. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ
৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল!	۷۳. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
৭৪। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	۷۴. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বযুগের উম্মাতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের অধিকাংশই ছিল পথহারা। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপন করত। তাদের নিকট আল্লাহর নাবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং নাবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগান্বিত হন। এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এতদসত্ত্বেও তারা রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে ও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী জেনেছে। ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তারা ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

سُورَةُ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

৭৫। নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী।	۷۵. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُوْنَ
৭৬। তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।	۷۶. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
৭৭। তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।	۷۷. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
৭৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	۷۸. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।	۷۹. سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ

৮০। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	۸۰. إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
৮১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	۸۱. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।	۸۲. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওম

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। নূহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে সদা-সর্বদা উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে ছিল। শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। জাতির যখন এহেন অবস্থা চলতে থাকল এবং নাবীর (আঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করতে লাগল এবং তাদের অত্যাচার নূহের (আঃ) জন্য সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল তখন নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন : হে আমার রব্ব! আমি তো অসহায়, অতএব আপনি এর প্রতিবিধান করুন। তখন আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হল। সমস্ত কাফির পানিতে ডুবে মরল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তম রূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। আর তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। কেননা তারাইতো শুধু অবশিষ্ট ছিল। আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, নূহের (আঃ) সন্তানরা ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট ছিলনা। (তাবারী ২১/৫৯) সাঈদ ইব্ন আবী আরবাহ (রহঃ) হতে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব

জাতি নূহের (আঃ) সন্তানদের থেকেই হয়েছে। (তাবারী ২১/৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফিসের সন্তানেরা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে ও অবশিষ্ট থাকে। (তিরমিযী ৫/৩৬৫, তাবারী ২১/৫৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সাম সমগ্র আরাব জাতির পিতা, হাম সমগ্র ইথিওপিয়াদের পিতা এবং ইয়াফিস সমগ্র রোমের পিতা। (আহমাদ ৫/৯, তিরমিযী ৯/৯৮) অবশ্য বেশির ভাগ বিজ্ঞজন এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ গ্রীসকে বুঝানো হয়েছে যা রোমা ইব্ন লি’তি ইব্ন ইউনান ইব্ন ইয়াফিস ইব্ন নূহের (আঃ) দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তার পরবর্তীরা তার সুনাম ও সুকীর্তি আলোচনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ইহা হল সমস্ত নাবীগণকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা‘আলা সবার দ্বারা সব সময় তাঁর প্রশংসা করার মন মানসিকতা দান করেছেন। (তাবারী ২১/৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সালাম এবং প্রশংসা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাঁর যিক্র উত্তমরূপে অবশিষ্ট থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উম্মাত তাঁর উপর সালাম বর্ষণ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আমার ইবাদাত ও আনুগত্য করে তাকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীদের মধ্যে তার কথা স্মরণে রাখি যার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ নূহ ছিল আমার মু‘মিন বান্দাদের অন্যতম। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওহীদের উপর অটল। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং أَعْرِفْنَا الْآخِرِينَ বীরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও

নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তাদের কলংকময় কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে আসছে।

৮৩। ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।	۸۳. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
৮৪। স্মরণ কর, সে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিগুহ চিত্তে।	۸۴. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
৮৫। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল : তোমরা কিসের পূজা করছ?	۸۵. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
৮৬। তোমরা কি আব্রাহার পরিবর্তে অলীক মা'বুদগুলিকে চাও?	۸۶. أَيْفَكَاءَ إِلَهِةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
৮৭। জগতসমূহের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?	۸۷. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর কাওম

۸۳. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ইবরাহীম (আঃ) নূহের (আঃ) ধর্মমতের উপরই ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তিনি তাঁরই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১)

۸۴. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ তিনি তাঁর রবের নিকট হাযির হয়েছিলেন বিগুহ চিত্তে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন : তিনি একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (কুরতুবী ১৫/৯১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে (রহঃ) বললাম : قَلْبٍ سَلِيمٍ এর

অর্থ কী? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য, অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহ্ সমস্ত মানুষকে কাবর থেকে উত্থিত করবেন তারাই **قَلْبٌ سَلِيمٌ**। (তাবারী ১৫/৯১) হাসান (রহঃ) বলেন : তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি শিরক করা থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) উরওয়াহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি অভিশাপ থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) মহান আল্লাহ বলেন :

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল : তোমরা কিসের পূজা করছ? অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتُنْفَكُوا إِلَهًا دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ তোমরা কি তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে অসত্য উপাস্য কামনা করছ, অতঃপর বিশ্বরাক্ষ সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা পোষণ করছ? অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করছ তার পরিণতি কি ভেবে দেখেছ যে, তোমরা যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তিনি যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন তাঁকে কি ভুলে গেছ?

৮৮। অতঃপর সে একবার তারকারাজির দিকে একবার তাকাল।	৮৮. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
৮৯। এবং বলল : আমি অসুস্থ।	৮৯. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
৯০। অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।	৯০. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
৯১। পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল : তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?	৯১. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বলনা?	۹۲. مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ
৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো।	۹۳. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ
৯৪। তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল।	۹۴. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ
৯৫। সে বলল : তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?	۹۵. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
৯৬। প্রকৃত পক্ষে আব্বাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তা'ও।	۹۶. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
৯৭। তারা বলল : এর জন্য এক ইমারাত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিষ্ক্ষেপ কর।	۹۷. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে র সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম।	۹۸. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যই বললেন যে, যখন তারা তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে যেতে পারেন এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এ জন্য তিনি এমন কথা বললেন যা প্রকৃত পক্ষে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইবরাহীমকে (আঃ) অসুস্থ ভেবেছিল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ তাই তাঁকে রেখেই তারা বের হয়েছিল। আর এরই মাঝে তিনি দীর্ঘ খিদমাত করেছিলেন। কাতাদাহও (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরাবীয়রা বলে : তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অর্থ হচ্ছে এই যে, চিন্তিতভাবে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে?

إِنِّي سَقِيمٌ ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত অর্থাৎ দুর্বল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা ছাড়া আর কখনও মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু’বার আল্লাহর দীনের জন্য মিথ্যা বলেছিলেন। যথা إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ)। অপর স্থানে বলেছিলেন :

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

সেই তো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ৬৩) (বরং তাদের এই বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে)। আর একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী সারাকে তাঁর বোন বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, মুসলিম ৪/১৮৪০, আবু দাউদ ২/৬৫৯, তিরমিযী ৯/৫, নাসাঈ ৬/৪৪০) এ কথা স্মরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিলনা। এখানে রূপক অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে তিরস্কার করা চলবেনা। কথার মাঝে কোন শরঈ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যখন ইবরাহীমের (আঃ) সম্প্রদায় মেলায় যাচ্ছিল তখন তাঁকেও তারা তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তখন তিনি ‘আমি অসুস্থ’ এ কথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তপর্ণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং ওদেরকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। (তাবারী ২১/৬৩) ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই পড়ে রয়েছে। তারা বারাকাতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল সেগুলো হতে তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি। ইবরাহীম (আঃ) বলেন : أَلَا تَأْكُلُونَّ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছনা কেন?

ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলো হতে তাঁর কথার কোন জবাব না পেয়ে আবার বললেন : **مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ** তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছনা কেন? আল ফাররাহ (রহঃ) বলেন : ইবরাহীম (আঃ) অতঃপর তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও জাওহারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তখন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশে অগ্রসর হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত করতে শুরু করেন। (তাবারী ২১/৬৭) কেননা ঐগুলো ছিল খুব শক্ত। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে তিনি বহাল রেখে দিলেন, ভেঙ্গে ফেললেননা, যাতে ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সূরা আশ্বিয়াহ তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করল তখন দেখল যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও মাথা নেই এবং কারও কারও পূর্ণ দেহটিই নেই। তারা বিস্মিত হল যে, ব্যাপার কি! মহান আল্লাহর উক্তি :

فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো। অর্থাৎ বহু চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝল যে, ওটা ইবরাহীমেরই (আঃ) কাজ। তাই তারা দ্রুত গতিতে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে দাওয়াতের কাজ করার বড় সুযোগ লাভ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন : **أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ** তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পূজা করে থাক? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকেও। এই আয়াতে **مَا** অক্ষরটি সম্ভবতঃ **مَصْدَرِيَّة** হিসাবে এসেছে এবং এও হতে পারে যে, এটা **الَّذِي** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করেছ। তবে প্রথমটিই বেশী সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘কিতাবু আফআলিল ইবাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : হুযাইফা (রাঃ) হতে মারফু’ রূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

وَمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন

তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিলনা সেহেতু তারা নাবীর (আঃ) বিরুদ্ধে শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা বলল :

إِنُّوَا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ তার জন্য একটি ইমারাত (অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য) তৈরী কর, অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। মহান আল্লাহ স্বীয় বন্ধুকে ঐ জ্বলন্ত আগুন হতে রক্ষা করেন। তাঁকেই তিনি বিজয় মাণ্যে ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তাঁর শত্রুদেরকে করেন অতিশয় হেয় ও অপমানিত। এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাফসীর সূরা আশিয়ায় (২১ : ৬৮-৭০) বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।

৯৯। এবং সে বলল : আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।

۹۹. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ

১০০। হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।

۱۰۰. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

১০১। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

۱۰۱. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল। সে বলল :

۱۰۲. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ

<p>হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আব্বাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।</p>	<p>يَتَأْتِ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ</p>
<p>১০৩। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল -</p>	<p>১০৩. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ</p>
<p>১০৪। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম : হে ইবরাহীম -</p>	<p>১০৪. وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَابِرْ هَيْمُ</p>
<p>১০৫। তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।</p>	<p>১০৫. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ</p>
<p>১০৬। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।</p>	<p>১০৬. إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ</p>
<p>১০৭। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।</p>	<p>১০৭. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ</p>
<p>১০৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।</p>	<p>১০৮. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ</p>
<p>১০৯। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।</p>	<p>১০৯. سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ</p>

১১০। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	۱۱۰. كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
১১১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	۱۱۱. اِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
১১২। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।	۱۱۲. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
১১৩। আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।	۱۱۳. وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ

ইবরাহীমের (আঃ) হিজরাত, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী দেয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশক বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলনা। তখন তিনি সেখান থেকে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে বললেন :

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِيهِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ আমি আমার রবের দিকে চললাম। তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। আর তিনি প্রার্থনা করলেন : হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন! অর্থাৎ ঐ সন্তান যেন একাত্মবাদে তাঁর সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ইনিই ছিলেন ইসমাইল (আঃ), ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যমতে ইসমাইল (আঃ) ইসহাকের (আঃ) বড় ছিলেন। এ কথা আহলে কিতাবও মেনে থাকে। এমনকি তাদের কিতাবে এও লিখিত আছে যে, ইসমাইলের (আঃ) জন্মের সময় ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর ইসহাকের (আঃ) যখন জন্ম হয় তখন ইবরাহীমের (আঃ) বয়স নিরানব্বই বছরে পৌঁছেছিল। তাদেরই গ্রন্থে এ কথাও লিখিত রয়েছে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম করা হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : ‘প্রথম পুত্রকে।’ এখানেই তারা ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রথম পুত্র কিংবা একমাত্র পুত্র হিসাবে ইসমাইলের (আঃ) পরিবর্তে ইসহাকের (আঃ) নাম উল্লেখ করেছে। একটু পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, তাদের মূল কিতাবের উল্টা কথাই তারা বলছে। তারা তাদের কিতাবে ইসহাকের (আঃ) নাম এ জন্য সংযোজন করেছে যে, তারা হল ইসহাকের (আঃ) পরবর্তী বংশধর। আর ইসমাইলের (আঃ) বংশধর যেহেতু আরাবরা, তাই তাদের কিতাব থেকে তাঁর নাম মুছে দিয়েছে। তারা আরাব তথা ইসমাইলের (আঃ) বংশধরদের প্রতি এতখানি শত্রুতা ভাবাপন্ন যে, তাদের কিতাবে যে উল্লেখ ছিল ‘একমাত্র ছেলে’ তা পরিবর্তন করে লিখে নিয়েছে ‘তোমার কাছে যে একমাত্র ছেলে রয়েছে।’ কারণ ইসমাইল (আঃ) তখন তাঁর মায়ের সাথে মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাদের এ প্রতারণা অন্যভাবেও ধরা পড়ে। কারণ একমাত্র ছেলে তখনই বলা যেতে পারে যখন কোন ব্যক্তির আর কোন পুত্র সন্তান থাকেনা। এটাওতো প্রমাণিত যে, ইসমাইল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। আর প্রথম সন্তানকে তার মাতা-পিতা যেভাবে স্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখে সেইভাবে পরবর্তী সন্তানদেরকে দেখা হয়না, যেহেতু তখন তা তাদের সবার মাঝে বন্টন হয়ে যায়। তাই তাকওয়া তথা ঈমানের পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাইলকে (আঃ) কুরবানী করতে আদেশ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ অতঃপর ইসমাইল (আঃ) বড় হলেন। তিনি পিতার সাথে চলাফিরা করতে পারেন। ঐ সময় তিনি তাঁর মায়ের সাথে ফারান নামক এলাকায় থাকতেন। ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) সেখানে বুৰাক নামক বাহনে যাওয়া

আসা করতেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন : فَلَمَّا

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ এই আয়াতাংশের অর্থ এও হতে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) ঐ সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফিরা করা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। (তাবারী ২১/৭২, ৭৩)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল। উবাইদ ইব্ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন হল অহী। অতঃপর তিনি قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৭৫)

আল্লাহর প্রিয় নাবী ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্য এবং এ জন্যও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবুদ্ধি না হয়ে পড়েন, নিজের মত ও সত্য স্বপ্ন তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান উত্তর দিলেন :

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সত্বর করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারী হিসাবে পাবেন। তিনি যা বললেন তাই করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যশ্রয়ী রূপে প্রমাণিত হলেন। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৪-৫৫)

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمًا পিতা-পুত্র উভয়ে একমত হওয়ার পর ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈলকে (আঃ) মাটিতে শায়িত করলেন অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা এটা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশের বাধ্য থেকেছেন এবং ইসমাঈলও (আঃ) আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অনুগত থেকেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৭৭)

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ এর অর্থ হচ্ছে তিনি ইসমাঈলকে (আঃ) উপুড় করে শুইয়ে দিলেন যাতে যবাহ করার সময় তাঁর মুখমন্ডল দেখতে পাওয়া না যায়। ফলে তাঁর প্রতি স্নেহ-ভালবাসার বান জাগবেনা এবং যবাহ করতেও থমকে যেতে হবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) ওঁত্লে لِلْجَبِينِ এর এরূপ অর্থ করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে যবাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শাইতান সামনে এসে হাযির হল। কিন্তু তিনি শাইতানকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। অতঃপর জিবরাঈলসহ (আঃ) জামরায়ে আকাবায় উপস্থিত হলেন। এখানেও শাইতান সামনে এলে তার দিকে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শাইতানের দিকে সাতটি কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। ঐ সময় ছেলের গায়ে সাদা রংয়ের জামা ছিল। তিনি পিতাকে জামাটি খুলে নিতে বললেন, যাতে ঐ জামা দ্বারা তাঁর কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। এমন সময় শব্দ এলো :

فَذْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا يَا إِبْرَاهِيمُ হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং দেখতে ছিল অতি সুন্দর।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এ জন্যই আমরা কুরবানীর জন্য এই প্রকারের দুম্বা পছন্দ করে থাকি। (আহমাদ ১/২৯৭) আল মানাসিক কিতাবে হিশাম (রহঃ) এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জান্নাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে

সেখানে পালিত হয়েছিল। (তাবারী ২১/৯০) মহান আল্লাহ বলেন : যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে (ইসমাঈল আঃ) কাত করে শায়িত করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন :

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে! সুন্দী (রহঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন, কিন্তু ছুরি চললনা এবং গলাও কাটলনা। ছুরি ও গলার মাঝখানে একটি তামার পাত স্থাপিত হল। (তাবারী ২১/৭৪) তখন الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقَتْ এই শব্দ এলো। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয়ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩)

এই আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাজের আদেশ করার পর তা কার্যকর করার পূর্বেই হুকুম জারী হলে পূর্বেরটি রহিত হয়ে যায়। অবশ্য মু'তায়িলা সম্প্রদায় এটা মানেনা। এখানে দলীল গ্রহণের কারণ প্রকাশমান। কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে কুরবানী করেন। অতঃপর যবাহ করার পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, ইবরাহীমকে (আঃ) ধৈর্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে সदा প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান করা। এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এক দিকে

হুকুম এবং অপর দিকে তা প্রতিপালন। এ জন্যই মহান আল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসায় বলেন :

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

এবং ইবরাহীম, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩৭)

সাফিয়আহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন : বানী সুলাইম গোত্রের এক মহিলা, যিনি আমাদের পরিবারের প্রায় সবাই ধাত্রী হিসাবে কাজ করতেন, আমাকে বলেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি (ঐ মহিলা) উসমানকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন : কা’বা ঘরে প্রবেশ করে আমি ভেড়ার শিং দেখেছি। কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভুলে গেছি। যাও, ওটা ঢেকে দাও। কা’বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় যাতে সালাত আদায়কারীর সালাতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, ওটা কা’বা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে কা’বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। (আহমাদ ৪/৬৮) এর দ্বারাও ইসমাইলের (আঃ) কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে। কেননা উক্ত শিং তখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি অবশ্যই ছিলেন ইসমাইল (আঃ), এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আমির আশ শা‘বী (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন মিহরান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাইল (আঃ)।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাইল (আঃ)। ইয়াহুদীরা যে ইসহাককে (আঃ) যাবীহুল্লাহ বলেছে তা তারা ভুল বলেছে। (তাবারী ২১/৮৩) ইব্ন উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন মত প্রকাশ করেন যে, যাবীহুল্লাহ

ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। এ ছাড়া ইউসুফ ইব্ন মিহরানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৮২, ৮৪) শা'বী (রহঃ) বলেন : যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা'ব গৃহে ভেড়ার শিং দেখেছি। (তাবারী ২১/৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্ন দিনার (রহঃ) এবং আমর ইব্ন উবাইদ (রহঃ) থেকে, তারা হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে যে একজনকে কুরবানী করতে বলেছিলেন তিনি হলেন ইসমাঈল (আঃ)। (তাবারী ২১/৮৫) ইব্ন ইসহাক (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ীকে (রহঃ) আমি বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর পুত্রদের থেকে ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দেন। উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ : ৭১) ইবরাহীমকে (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে আরও বলা হয়েছে যে, ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবও (আঃ) জন্ম লাভ করবেন। সুতরাং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের পূর্বে তাঁকে কুরবানী করার হুকুম দেয়া কি করে সম্ভব? কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূবের (আঃ) জন্ম হবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী দেয়ার হুকুম হয়েছিল, ইসহাককে (আঃ) নয়। (তাবারী ২১/৮৪) ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : এ কথা আমি তাকে বিভিন্ন সময় বলতে শুনেছি। (তাবারী ২১/৮৫)

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ফারওয়াহ আসলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলিফা ছিলেন এবং সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনিও তার সাথে ছিলেন। তিনি যখন এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেন তখন উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন : এ ব্যাপারে আমি কখনও চিন্তা-ভাবনা করিনি। তবে আপনি যা বললেন তা ভেবে দেখার বিষয়। তখন তিনি তার সাথে সিরিয়ায় অবস্থান রত এক লোককে জনৈক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন, যিনি পূর্বে একজন ইয়াহুদী পণ্ডিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন : ঐ সময় আমিও উমার ইব্ন আবদুল আযীযের (রহঃ) কাছে ছিলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন : ইবরাহীমের (আঃ) দুই ছেলের মধ্য থেকে কাকে কুরবানী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন? ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন : তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহর শপথ হে আমিরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদীরাও ইহা ভাল করেই জানে। কিন্তু শুধুমাত্র হিংসার কারণে তারা এটা স্বীকার করেনা। আরাবদের মূল হলেন ইবরাহীমের (আঃ) ছেলে ইসমাঈল (আঃ), আর ইয়াহুদীদের মূল এসেছে ইসহাক (আঃ) থেকে। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা ইসমাঈলকে (আঃ) প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করে। (তাবারী ২১/৮৫)

কিতাবুয্ যুহুদে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলকে (রহঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রহঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন : যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। (কিতাবুয্ যুহুদ ৮০) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : সত্যি ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তিনি বলেন : আলী (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আবু তোফাইল (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ী (রহঃ), আবু জাফর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) প্রমুখ মনীযীবন্দ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৮২-৮৪)

বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), সুদী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ী (রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (বাগাবী ৪/৩২)

وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার আদেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ইবরাহীমকে (আঃ) আরও একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন ইসহাক (আঃ)। এ বিষয়ে সূরা হুদ (১১ : ৭১) এবং সূরা হিজরেও (১৫ : ৫৩-৫৫)

আলোচনা করা হয়েছে। نَبِيًّا এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ায় সৎ আমলকারী নাবীগণের আগমন ঘটবে। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ
আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قِيلَ يٰنُوحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلٰیكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ
وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

বলা হল : হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি। (সূরা হুদ, ১১ : ৪৮)

১১৪। আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের উপর।	۱۱۴. وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
১১৫। এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট হতে।	۱۱۵. وَخَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
১১৬। আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।	۱۱۶. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْغٰلِبِينَ
১১৭। আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব।	۱۱۷. وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَٰبَ

	الْمُسْتَيْنِ
১১৮। এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।	۱۱۸. وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
১১৯। আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীতে স্মরণে রেখেছি।	۱۱۹. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ
১২০। মূসা ও হারুনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	۱۲۰. سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
১২১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	۱۲۱. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
১২২। তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।	۱۲۲. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

মূসা (আঃ) এবং হারুনের (আঃ) বর্ণনা

এখানে মহামহিমাবিত আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও হারুনের (আঃ) প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদেরকে ও যেসব লোক তাঁদের সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর কবল হতে মুক্তি দেয়ার কথাও বর্ণনা করছেন। ফির'আউন তাদেরকে জঘন্যভাবে অবনমিত

করত এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। ফির'আউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ে কাজ করাতো। এরূপ নিকৃষ্টতম শত্রুকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেন এবং মূসা (আঃ) ও হারুনকে (আঃ) কাওমকে বিজয় দান করেন। ফির'আউন ও তার লোকদের ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলি তারা যুগ যুগ ধরে জমা করে রেখেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ মূসাকে (আঃ) অতি স্পষ্ট, সত্য ও প্রকাশ্য মহাগ্রন্থ তাওরাত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ

আমিতো মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি এবং মুণ্ডাকীদের জন্য উপদেশ। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৮) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। অর্থাৎ কথায় ও আমলে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ আর আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। অর্থাৎ তাঁদের পরবর্তী লোকেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করতে থাকবে। এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেন :

سَبَّاحٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ সবাই তাদের (মূসা ও হারুনের) উপর সালাম বর্ষণ করে থাকে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩। ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।	۱۲۳. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
১২৪। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা কি সতর্ক হবেনা	۱۲۴. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ

১২৫। তোমরা কি বা'লকে (দেবমূর্তি) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা -	۱۲۵. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ
১২৬। আল্লাহকে, যিনি রাক্ব তোমাদের এবং রাক্ব তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের?	۱۲۶. اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
১২৭। কিষ্ট্ব তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।	۱۲۷. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
১২৮। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	۱۲۸. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ
১২৯। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	۱۲۹. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
১৩০। ইলিয়াসের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক।	۱۳۰. سَلَّمَ عَلَىٰ إِيَّاسِينَ
১৩১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	۱۳۱. إِنَّا كَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
১৩২। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	۱۳۲. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ইলিয়াস (আঃ)

কাতাদাহ (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : বলা হয় যে, ইলিয়াস ছিল ইদরীসের (আঃ) নাম। (তাবারী ২১/৯৫) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ)

বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ)। (কুরতুবী ১৫/১১৫) যাহহাকও (রহঃ) এ মতামত পোষণ করতেন। (তাবারী ২১/৯৭) অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন : তিনি ছিলেন ইলিয়াস ইব্ন ইয়াসীন ইব্ন ফিনহাস ইবনুল ইজার ইব্ন হারুন ইব্ন ইমরান (রহঃ)। (তাবারী ২১/৯৭)

আল্লাহ তা'আলা হাযকীল নাবীর (আঃ) পরে তাঁকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল ঐ সময় 'বা'ল' নামক মূর্তির পূজা করত। ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করেন। তাদের বাদশাহ তা কবুল করে নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। তাদের কেহই তাঁর উপর ঈমান আনলনা। আল্লাহর নাবী (আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেন। ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ তাকে। তখন তারা সবাই ইলিয়াসের (আঃ) কাছে এসে বলে : আপনি দু'আ করুন! আমরা শপথ করে বলছি যে, আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা ঈমান আনব। ইলিয়াসের (আঃ) দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ দেখে ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইয়াসা ইব্ন আখতুব (আঃ) তাঁর নিকটই লালিত পালিত হয়েছিলেন। ইলিয়াসের (আঃ) এই দু'আর পর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নূরের একটি ঘোড়া দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাঁকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে লাগলেন। এভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমিনী মালাকে/ফেরেশতায় পরিণত হন। অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন :

أَلَا تَتَّقُونَ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা যে, তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন : يَعْلُ অর্থ হল 'রাব্ব'। (তাবারী ২১/৯৭) ইকরিমাহ

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামানীদের ভাষা। অন্যত্র কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআহদের ভাষা। (দুররুল মানসুর ৭/১১৯) আবদুর রাহমান ইব্ন য়াঈদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা হল একটি মূর্তির নাম। দামেস্ক শহর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত বা'লাবাক বা বা'লবেক শহরের লোকেরা ঐ মূর্তির উপাসনা করত। (তাবারী ২১/৯৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা ছিল একটি মূর্তি তারা যার পূজা করত। (তাবারী ২১/৯৭) ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেন :

وَاللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

اللّٰوِلِينَ তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছ? অথচ আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং রাব্ব। একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। প্রবল প্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন :

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ਕਿစ္্ত তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ আমি ইলিয়াসের (আঃ) জন্য পরবর্তী লোকদের উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলিম তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

إِلْ يَاسِينَ ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইসমাইলের (আঃ) নামকে তারা ইসমাইল নামেও ডাকত, যেমন আসাদ গোত্রের লোকেরা তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় মিকাইলকে (আঃ) বলত মিকাল, মিকাইল ইত্যাদি। তারা বলত ইবরাহীম, ইবরাহাম, ইসমাইল, ইসমাইন, তুরসীনা, তুরসীনি ইত্যাদি। এর সব উচ্চারণই সঠিক। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। এর তাফসীর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৩৩। লুতও ছিল রাসূলদের একজন।	۱۳۴. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
১৩৪। আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম।	۱۳۴. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	۱۳৫. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলাম।	۱۳৬. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِينَ
১৩৭। তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে -	۱۳৭. وَإِنِّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
১৩৮। এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?	۱۳৮. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

লুতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল লুতের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের উপর আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করত সেই স্থানটি এক দুর্গন্ধময় বিলে (মৃত সাগর বা Dead Sea) পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ। ওটি মানুষের চলাচলের রাস্তার ধারেই পড়ে রয়েছে। ভ্রমণকারীরা দিন-রাত সদা-সর্বদা ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করছে এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

এ জন্য আল্লাহ বলেন : أَفَلَا تَعْقِلُونَ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন করনা যে, কিভাবে

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন? এরূপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের উপরও এসে পড়ে।

১৩৯। যুনুসও ছিল রাসূলদের একজন।	۱۳۹. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
১৪০। স্মরণ কর, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে পৌছল।	۱۴۰. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ
১৪১। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল।	۱۴۱. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল; তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।	۱۴۲. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
১৪৩। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত -	۱۴۳. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
১৪৪। তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে।	۱۴۴. لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
১৪৫। অতঃপর তাকে আমি নিষ্ক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন	۱۴۵. فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।	سَقِيمٌ
১৪৬। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।	۱۴۶. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِينٍ
১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।	۱۴۷. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
১৪৮। এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।	۱۴۸. فَأَعْمَلُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা সূরা আশিয়ায় (২১ : ৮৭-৮৮) বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কারও এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ৪/১৮৪৬) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করল। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা ছিল মালামাল ভর্তি নৌযান।

لَمَّا فَسَّاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ লটারী করা হল এবং তিনি পরাজিত হলেন। অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহন করেন তখন জাহাজ চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারিদিক থেকে ঢেউ উঠতে লাগল

এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগল। আরোহীরা বলল : যাকে লটারীতে পাওয়া যাবে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহলেই জাহাজ ঝটিকা মুক্ত হবে। তিনবার লটারী করা হল এবং প্রতিবারই ইউনুস নাবীর (আঃ) নাম উঠল। কিন্তু আরোহীরা তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। তাই তিনি নিজেই কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ সবুজ সাগরের (ভূমধ্য সাগরের) এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ইউনুস নাবীকে (আঃ) গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাঁকে গিলে ফেলে। তবে এতে নাবীর (আঃ) দেহে কোন আঘাত লাগেনি। মাছটি সমুদ্রে চলাফিরা করতে লাগল। যখন ইউনুস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্যে চলে গেলেন তখন তিনি মনে করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন : হে আমার রাব্ব! আপনার জন্য এমন এক স্থানে আমি মাসজিদ বানিয়েছি যেখানে এর পূর্বে কেহ কখনও পৌঁছেনি।

তিনি কত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন তিন দিন। জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন সাত দিন। আবু মালিক (রহঃ) বলেন চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। (তাবারী ২১/১১১) আশ শা'বি (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : মাছটি তাঁকে ভোরে গিলে ফেলে এবং ঐ দিনই বিকেলে তাঁকে উগড়ে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন :

سَ فَإِلَوْا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلْبَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে। অর্থাৎ ইউনুস (আঃ) যখন সুখ-সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন তখন যদি সৎ কাজ না করতেন তাহলে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ওর উদরে থাকতে হত। যাহহাক (রহঃ), ইবন কায়িস (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), অহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবন জারীরও (রহঃ) এ বর্ণনাকে পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/১০৮, ১০৯) সহীহ হাদীস থেকেও এ মতামতের প্রমাণ মিলে যা একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় আল্লাহর

ইবাদাত কর, তাহলে ক্লেশে ও চিন্তাক্লিষ্ট সময়ে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। (আহমাদ ১/৩০৭) এ কথাও বলা হয় যে, যদি তিনি সালাতের নিয়মানুবর্তী না হতেন বা মাছের পেটে সালাত আদায় না করতেন তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ কথাই বলেন :

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُشَوِّطُ الْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল : আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমা লংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৮৭-৮৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/১১০)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ এ কালেমা পাঠে রত ছিলেন তখন এই কালেমা আল্লাহর আরশের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন : হে আল্লাহ! এটা তো বহু দূরের ক্ষীণ শব্দ, কিন্তু এ আওয়াজ তো আমাদের নিকট অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে (ব্যাপার কি?) উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন : বলতে পার, এটা কার কণ্ঠের শব্দ? মালাইকা/ফেরেশতারা জবাব দিলেন : তা তো বলতে পারছিনা! তখন মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন : এটা আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ। মালাইকা/ ফেরেশতারা এ কথা শুনে আরয় করলেন : তাহলে কি তিনি ঐ ইউনুস য়ার সৎকার্যাবলী এবং প্রার্থনা সব সময় আকাশে উঠতে থাকত! হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তাঁর প্রার্থনা কবুল করুন। তিনি তো সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও আপনার নাম নিতেন। সুতরাং তাঁকে এই বিপদ হতে মুক্তি দিন! মহান আল্লাহ বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দিব। অতঃপর তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাঁকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। (তাবারী ২১/১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

فَبَذَلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ অতঃপর তাকে আমি নিষ্ক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, তাঁকে এমন জায়গায় মাছটি উগড়ে ফেলল যেখানে কোন গাছ-পালা, শাক-শজি ছিলনা এবং কোন ঘর-বাড়ীও ছিলনা। তখন তাঁর শরীর ছিল খুবই দুর্বল।

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), অহাব ইব্ন মুনাবিহ (রহঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহঃ), সুদী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, يَقْطِينُ এর অর্থ হচ্ছে পানি জাতীয় ফল। (তাবারী ২১/১১৩, ১১৪ দুররুল মানসুর ৭/১৩০, ১৩১)

কেহ কেহ ঐ পানি জাতীয় ফলের বিশেষ বিশেষ গুণগত মানের কথাও বর্ণনা করেছেন। যেমন এ গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে, গাছের পাতা বড় হওয়ায় এটি ছায়া দানকারী, পোকা-মাকড় ওর কাছে যায়না, ওর ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর, ওটি কাঁচা এবং রান্না করা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়, ওর বাকল ও শাঁস উভয়টি খাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাবারটি খুবই পছন্দ করতেন এবং খাবারের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি এটিকেই প্রাধান্য দিতেন। (বুখারী ২০৯২) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন দ্বিতীয়বার আবার তাঁকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান আনে ও তাঁর সত্যতা স্বীকার করে।

أَوْ يَزِيدُونَ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। মাকহুল (রহঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। এ কথা ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, কোন কোন আরাব পন্ডিত এবং বাসরার লোকেরা يَزِيدُونَ এ শব্দের অর্থ করেছেন এক লক্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি। (তাবারী ২১/১১৬) ইব্ন জারীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি আয়াতের উদাহরণ টেনেছেন :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৭৪)

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৯) অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি।

فَإِئْتِ هَٰذَا يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ الْمُسْلِمِينَ تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَوَّلَ غَدَتِهِمْ وَإِذَا جِئْتَهُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ الْكَافِرِينَ تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَوَّلَ غَدَتِهِمْ

আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُّؤْسَسْ لَمَّا ءَامَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৮)

১৪৯। এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : তোমার রবের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?

۱۴۹. فَاسْتَفْتِهِمُ ٱلرَّبِّكَ

ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ

১৫০। অথবা আমি কি মালাইকাকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল?	۱۵۰. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
১৫১। দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে -	۱۵۱. أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।	۱۵۲. وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ
১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন?	۱۵۳. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ
১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর?	۱۵۴. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
১৫৫। তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	۱۵۵. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে?	۱۵۶. أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ
১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।	۱۵۷. فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
১৫৮। আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা	۱۵۸. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ

জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য।	نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
১৫৯। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান -	۱۵۹. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ
১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।	۱۶۰. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ

‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে কন্যা সন্তান।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। (সূরা নাহল, ১৬ : ৫৮) তাই মহান আল্লাহ বলেন :

فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে কন্যা সন্তান?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরনের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২১-২২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ আমি কি মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ۖ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ

سَتَكْتَبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকারকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৯)

إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ তিনি সন্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী পরিলক্ষিত হয়। (এক) মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। (দুই) তারা আবার কন্যা সন্তান। (তিন) তারা নিজেরাই মালাইকার পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন্ কারণ আল্লাহকে বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ করেছেন কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَيِّنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকার/ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪০) আরও বলা হয়েছে :

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছ? তোমরা কি বুঝনা যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? তোমাদের কি কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি কোন ঐশী বাণী থাকে তাহলে তা নিয়ে এসো। এটা এমনই এক বাজে কথা যে, এর স্বপক্ষে কোন জ্ঞানসম্মত ও শারীয়াত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই। থাকতেই পারেনা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ‘মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা’ মুশরিকদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আবু বাকর (রাঃ) প্রশ্ন করেন : তাহলে তাদের মা কারা? উত্তরে তারা বলে : জিন প্রধানদের কন্যা।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ অথচ অবস্থা এই যে, স্বয়ং জিনেরা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যারা এই রূপ বলে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহর কতক শত্রু এমনই চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যে, শাইতানকে তারা আল্লাহর ভাই বলে থাকে। (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিকা) আল্লাহ তা‘আলা এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন! سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত। পূর্বোক্ত আয়াতাংশের مُخْلَصِينَ শব্দটি সমগ্র জাতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতাংশে তাদেরকে বাদ দিয়েছেন যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। তারা হল ঐ লোক যারা প্রত্যেক নাবীর প্রতি যে সত্য বাণী নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনে।

১৬১। তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর -	۱۶۱. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
১৬২। তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিশ্রান্ত করতে পারবেনা -	۱۶۲. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ
১৬৩। শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।	۱۶۳. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ
১৬৪। ‘আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে,	۱۶۴. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

১৬৫। আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান,	۱۶۵. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ
১৬৬। এবং আমরা অবশ্যই তঁার পবিত্রতা ঘোষণাকারী।”	۱۶۶. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
১৬৭। তারাইতো বলে এসেছে -	۱۶۷. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
১৬৮। “পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত -	۱۶۸. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ
১৬৯। তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’।	۱۶۹. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ
১৭০। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।	۱۷۰. فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

মূর্তি পূজকদের কথা তারাই বিশ্বাস করে যারা তাদের চেয়েও অধম

আল্লাহ তা‘আলা মুশারিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে
জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا
يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে,
কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা।

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭৯) অপর জায়গায় বলা হয়েছে :

إِنْ كُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৮-৯)

আল্লাহর মালাইকা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা ঘোষণা করে

অতঃপর মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদের নিষ্কলুষতা, তাদের আত্মসমর্পণ, ঈমানে সম্ভৃষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলছে। অথচ তারা নিজেরাই বলে :

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে এবং ইবাদাতের জন্য বিশেষ জায়গা আছে। সেখান থেকে আমরা সরে যেতে পারিনা বা কমবেশীও করতে পারিনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন মালাক সাজদাহ রত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে। (তাবারী ২১/১২৭)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : আসমানসমূহের মধ্যে এমন একটি আসমান আছে যেখানে এক হাত পরিমান জায়গা খালি নেই যেখানে মালাইকার কপাল অথবা পা রাখা নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে। (তাবারী ২১/১২৭) সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ইবাদাতের জন্য মালাইকা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন।

وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ আমরা সব মালাক/ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে

আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি। এর বর্ণনা وَالصَّفَّتِ صَفًّا এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আবু নাযরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) ইকামাতের পর মানুষের দিকে মুখ করে বলতেন : সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহ তা‘আলা মালাইকার মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

وَالصَّفَّتْ صَفًّا আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই। হে অমুক! তুমি সামনে বেড়ে যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সালাতের তাকবীর দিতেন। (তাবারী ২১/১২৮)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের (অন্যান্য উম্মাতের) উপর ফাযীলাত বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন আমাদের (সালাতের) সারিসমূহ মালাইকার সারির ন্যায় করা হয়েছে, আমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে সাজদাহর স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে পবিত্র করার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১) আল্লাহ সুবহানাহু মালাইকার উজ্জ্বল উদ্ধৃত করেন :

وَأِنَّا لَنَخْنُ الْمُسَبِّحُونَ আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকি। আমরা স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে পবিত্র। আমরা সকল মালাইকা তাঁর আজ্জাবহ এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর সামনে আমরা আমাদের নম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি।

কুরাইশরা কামনা করত যে, পূর্ববর্তীদের মত তাদেরও যদি একজন সতর্ককারী থাকত!

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا . وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ : তারা ইতো বলে এসেছে যে, পূর্ববর্তীদের মত যদি তাদের কাছেও কোন রাসূল প্রেরিত হত এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪২)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ ءَايَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ! করে তারা বলে : কোন নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও : নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! (সূরা আন'আম, ৬ : ১০৯)

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার : ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘন্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৬-১৫৭)

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ আকাংখা পূরা করা হল তখন তারা কুফরী করতে লাগল। আল্লাহর সাথে কুফরী করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি তা তারা অতিসত্বরই জানতে পারবে।

১৭১। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে -	۱۷۱. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
১৭২। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	۱۷۲. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।	۱۷۳. وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
১৭৪। অতএব কিছু কালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	۱۷৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
১৭৫। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	۱۷৫. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ
১৭৬। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	۱۷৬. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
১৭৭। তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!	۱۷৭. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
১৭৮। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	۱۷৮. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

১৭৯। তুমি তাদেরকে
পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা
পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

۱۷۹. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকা এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও
লিপিবদ্ধ করেছি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি
যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে
উত্তম। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

كَتَبَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّا اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব।
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ২১) অন্যত্র তিনি বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১) এখানেও
মহান আল্লাহ ঐ কথাই বলেন :

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমার
রাসূলদের সাথে আমার এই ওয়াদা রয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।
আমি নিজেই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করব। তুমিতো জান যে,
কিভাবে রাসূলদের শত্রুদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

تُؤْمِنُ بِمَا قَوْلُكَ فَتَقُولُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ তুমি মনে রেখ যে, আমার
বাহিনীই হবে বিজয়ী। সুতরাং তুমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে
তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে থাক। তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে যাও।

تُؤْمِنُ بِمَا قَوْلُكَ فَتَقُولُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ তুমি তাদেরকে
পর্যবেক্ষণ করতে থাক যে, তোমার বিরোধিতা করা এবং তোমার দা'ওয়াতকে
অস্বীকার করার কারণে কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে
তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্চিত! তারা নিজেরাও শীঘ্রই তা প্রত্যক্ষ করবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ছোট ছোট আযাবের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করছে! আর বলছে যে, ঐ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছে :

فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ তাদের আঙ্গিনায় অর্থাৎ তাদের গৃহসমূহে যখন শাস্তি নেমে আসবে ওটা তাদের জন্য খুবই কঠিন দিন হবে। তাদেরকে সেদিন সমূলে ধ্বংস করা হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি প্রত্যুষে খাইবারের মাঠে উপস্থিত হন। জনগণ অভ্যাস মত প্রতি দিনের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়েছে। হঠাৎ তারা মুসলিম সেনাবাহিনী দেখে পালিয়ে যায় এবং এলাকাবাসীকে খবর দেয় : মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ! ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে ওঠেন : আল্লাহু আকবার। খাইবারবাসীর জন্য বড়ই বিপদ। যখন আমরা কোন কাওমের মাইদানে অবতরণ করি তখন ঐ সতর্কীকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ২/১০৭, মুসলিম ২/১০৪৩)

পুনরায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : هَـ نَابِیْ! وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. وَكَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাক এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। শীঘ্রই তারা নিজেরাও (তাদের দুর্গতি) প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।	۱۸۰. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
১৮১। শাস্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি।	۱۸۱. وَسَلَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
১৮২। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।	۱۸۲. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
হতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা অতি মহান এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যা কখনও নষ্ট হবার নয়। ঐ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মুশরিকদের অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহর রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা তাঁদের কথাগুলি ঐসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। নাবীগণ (আঃ) যেসব কথা বলেন এবং তাঁরা মহান আল্লাহর সত্তার যে গুণাবলী বর্ণনা করেন সেগুলি সবই সঠিক ও সত্য। আল্লাহর সত্তার জন্যই প্রশংসা শোভনীয়। দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই। তাঁর মহিমা ঘোষণা দ্বারা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তাঁর পবিত্র সত্তা হতে দূরে প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তাঁর একক সত্তার মধ্যে থাকবে। এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হ্যাঁ সূচক হয়। কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াতে তাসবীহ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সাদ্দ ইব্ন আবী আরুবাহ (রহঃ) বলেন : কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নাবীগণের উপরও সালাম পাঠাবে। কেননা তাঁদেরই মধ্যে আমিও একজন নাবী। (তাবারী ২১/১৩৪)

আবু মুহাম্মাদ বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেন : তোমরা যারা কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক বড় প্রতিদান পেতে চাও তারা যেন বৈঠকের শেষে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ কর। (বাগাবী ৪/৪৬)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

মাজলিসের কাফফারার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিম্নোক্ত কালেমাটি পাঠ করার কথা বলা হয়েছে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবাহ করছি। এই মাসআলার উপর আমি একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।

সূরা সাফাত এর তাফসীর সমাপ্ত।